# জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৯৪ তম সভার কার্যবিবরণী

| | | |
|---|---|---|
| **সভাপতি** | ঃ | ড. মো: কবির ইকরামুল হক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি। |
| **সভার তারিখ ও সময়** | ঃ | ০৪ এপ্রিল, ২০১৯; সকাল ১০.০০ টা। |
| **সভার স্থান** | ঃ | প্রশিক্ষণ হল, প্রশিক্ষণ বিল্ডিং, বিএআরসি, ঢাকা। |
| **উপস্থিতি** | ঃ | "পরিশিষ্ট-ক"। |

সভাপতি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ), গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। জনাব মো: খায়রুল বাসার, পরিচালক, এসসিএ ও সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি, গাজীপুর, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য বিষয়-১ এবং আলোচ্য বিষয়-২ উপস্থাপন করেন। তিনি সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে আমন ২০১৮-১৯ মৌসুমে ধানের হাইব্রিড জাতের ফলাফলের গোপনীয় কোড উন্মুক্ত করেন এবং ফলাফল ক্যালকুলেশন করার জন্য এসসিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তিতে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উপস্থাপনের জন্য ড. মো: আতাউর রহমান হাওলাদার, অতিরিক্ত পরিচালক, মাঠ মূল্যায়ন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং, এসসিএ কে আহবান জানান। তিনি সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

**আলোচ্য বিষয় ১ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৯৩ তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।**

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৯৩ তম সভা ২৮ নভেম্বর ২০১৮ রোজ বুধবার সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় ড. মো: কবির ইকরামুল হক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি: তারিখের ২৯২৯ (২০) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন লিখিত মতামত পাওয়া যায়নি এবং অদ্যকার সভায় কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণীটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

**সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৯৩ তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে পরিসমর্থন করা হলো।**

**আলোচ্য বিষয় ২ ঃ আমন ২০১৮-১৯ মৌসুমে ধানের হাইব্রিড জাতের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।**

রোপা আমন/২০১৮-১৯ মৌসুমে হাইব্রিড ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য ১৪টি বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মোট ১৯টি হাইব্রিড জাতের বীজ জমা প্রদান করা হয়েছে। যা নিম্ন ছকে উল্লেখ করা হলো।

১ম বর্ষ ১৭টি প্রস্তাবিত জাত ঃ

| ক্র:নং | কোম্পানীর/প্রতিষ্ঠানের নাম | জাতের নাম | উৎস/দেশ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১. | Bayer crop science Ltd | অ্যারাইজ এ জেড ৮৪৮৮টিটি (বায়ার হাইব্রিড ৮) Arize AZ 8488 TT(Bayer Hybrid-8) | ভারত | ১ম বর্ষ |
| ২. | Mahyco Bangladesh Private Limited | সুরুচি-১ | ভারত | ১ম বর্ষ |
| ৩. | 3S Agro Services Limited | ARBH 1705 | ভারত | ১ম বর্ষ |
| ৪. | ACI Limited | ACI Hybrid dhan 11(RXLL-53) | ভারত | ১ম বর্ষ |
| ৫. | ACI Limited | ACI Hybrid dhan 12(ARBH-1706) | ভারত | ১ম বর্ষ |
| ৬. | BRAC Seed and Agro Enterprise | BRAC AR 1702 (ব্র্যাক হাইব্রিড ধান ১৬) | ভারত | ১ম বর্ষ |
| ৭. | Supreme Seed Company Ltd. | সুপ্রীম হাইব্রিড হীরা ২৫ (MRP-5222) | ভারত | ১ম বর্ষ |
| ৮. | Supreme Seed Company Ltd. | সুপ্রীম হাইব্রিড হীরা ২৬ (SHD-907) | বাংলাদেশ | ১ম বর্ষ |
| ৯. | Winall Hi-Tech Seed co. Bangladesh L.T.D | Winall Hybrid Rice 9(Win 215) | চায়না | ১ম বর্ষ |
| ১০. | Winall Hi-Tech Seed co. Bangladesh L.T.D | Winall Hybrid Rice 10(Win 511) | চায়না | ১ম বর্ষ |
| ১১. | Nilsagor Seed & Tissue Culture L.t.d | নীল সাগর হাইব্রিড ধান ৩ ( Nill 301) | চায়না | ১ম বর্ষ |
| ১২. | North South Seed Limited | NSSL-5(Golden-1) | ভারত | ১ম বর্ষ |
| ১৩. | North South Seed Limited | NSSL-6(ARBH-1704) | ভারত | ১ম বর্ষ |
| ১৪. | Lal Teer Seed Limited | LTHR-1 | বাংলাদেশ | ১ম বর্ষ |
| ১৫. | Lal Teer Seed Limited | TIA | বাংলাদেশ | ১ম বর্ষ |
| ১৬. | Petrochem Agro-Industries Ltd. | Pioneer 27P27 | ভারত | ১ম বর্ষ |
| ১৭. | Agriplus Ltd. | APL-1(CHAKRA-5003F) | ভারত | ১ম বর্ষ |

২য় বর্ষ ২টি প্রস্তাবিত জাত ঃ

| ক্র:নং | কোম্পানীর/প্রতিষ্ঠানের নাম | জাতের নাম | উৎস/দেশ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১. | JF Agro Private Limited | KPH468 (জিসান-১) হাইব্রিড | ভারত | ২য় বর্ষ |
| ২. | Golden Barn kingdom (PVT)LTD. | JD-021 | ভারত | ২য় বর্ষ |

উক্ত ১৯টি হাইব্রিড জাতের সাথে ২টি চেকজাতসহ মোট ২১টি জাত ১টি সেটে ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য গোপনীয় কোড প্রদান করে প্রেরণ করা হয়। সেটে (কোড নং H1257 থেকে H1277) ২১টি লাইন বিভিন্ন অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য সচিব ও আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার ট্রায়াল বাস্তবায়নের ফলাফল কোডভিত্তিক তৈরীপূর্বক পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবরে প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় বর্ষে ট্রায়ালকৃত ২টি জাত যথাক্রমে JF Agro Private Limited এর KPH468 (জিসান-১) হাইব্রিড (কোড নং এইচ-১২৫৮) এবং Golden Barn kingdom (PVT) Lt d. এর JD-021 (কোড নং এইচ-১২৬৪) এর মাঠ মূল্যায়ন কোডভিত্তিক সংকলনপূর্বক ফলাফল (Compilation) সভায় উপস্থাপন করা হয়। প্রস্তাবিত ২টি জাতের ফলন বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন যে, আমন ধানের হাইব্রিড ট্রায়ালে হাইব্রিডের নিবন্ধনের পদ্ধতি অনুযায়ী চেকজাতের চেয়ে ফলন ২০% বেশী হওয়ার কথা কিন্তু ১ম ও ২য় বর্ষে অনফার্ম ও অনষ্টেশনে একই সাথে ৩টি অঞ্চলে ২০% বা তার অধিক heterosis না পাওয়ায় KPH468 (জিসান-১) হাইব্রিড ও JD-021 জাত দুটি নিবন্ধনের সুপারিশযোগ্য নয়।

**সিদ্ধান্ত ঃ KPH468 (জিসান-১) ও JD-021 হাইব্রিড জাত ২টির heterosis চেকজাতের তুলনায় ফলন ২০% এর কম হওয়ায় নিবন্ধনের সুপারিশ করা হল না।**

**আলোচ্য বিষয় ৩ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ৫টি কৌলিক সারি (ক) BR8535-2-1-2 (খ) HHZ23-DT16-DT1-DT1 (গ) BR8245-2-1-4 (ঘ) BR10230-15-27-7B (ঙ) BR(BE)6158RWBC2-1-2-1-1 যথাক্রমে ব্রি ধান৯০, ব্রি ধান৯১, ব্রি ধান ৯২, ব্রি ধান৯৩ ও ব্রি ধান৯৪ হিসেবে ছাড়করণ।**

ক) **BR8535-2-1-2 (প্রস্তাবিত ব্রি ধান৯০)ঃ** ড. তমাল লতা আদিত্য, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর জানান, আমন মৌসুমে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি রাইস উদ্ভাবন কার্যক্রমের আওতায় BR7166-5B-1-RAN-1 এবং BRRI dhan34 এর মাঝে সংকরায়ন করে পরবর্তিতে উক্ত $F_1$ এর সাথে BR7166-5B-1-RAN-1 এর একবার পশ্চাৎ সংকরায়ন করে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ১২.৭ গ্রাম। এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ধানের দানার আকার-আকৃতি ব্রি ধান৩৪ এর মত তবে হালকা সুগন্ধ বিদ্যমান। প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৯০ এর জীবনকাল ব্রি ধান৩৪ এর চাইতে ২১ দিন আগাম।

উক্ত জাতটি ২০১৮-১৯ আমন মৌসুমে ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম ও খুলনাসহ ৫টি অঞ্চলের ৯টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন দল ৯টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে। ট্রায়ালকৃত ৯টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৫.০৭ টন/হে. এবং চেক জাত ব্রি ধান-৩৪ এর গড় ফলন ৩.৫৮ টন/হে. পাওয়া যায়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস (DUS Test) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে Time of maturity, time of heading, culm length, leaf senescence মোট ৪টি বৈশিষ্ট্যে চেক জাত থেকে স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

আলোচনার শুরুতে প্রফেসর ড. মো: শহীদুর রশীদ ভুঁইয়া, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, জাতটি প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সম্পন্ন, ফলন বেশি এবং আগাম বিধায় জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর জাতটি ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কমিটির সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

**সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের কৌলিক সারি** BR8535-2-1-2 **আমন মৌসুমে ব্রি ধান৯০ হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর সুপারিশ করা হল।**

**(খ) HHZ23-DT16-DT1-DT1 (প্রস্তাবিত ব্রি ধান৯১) ঃ** ড. তমাল লতা আদিত্য, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর জানান, প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপিন্সে Huang-Hua-Zhann এবং Liao-jing9 এর সাথে সংকরায়ন করে বংশানুক্রম সিলেকশান এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। এ জাতের জীবনকাল ১৪৪-১৫১ দিন। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২২.৬ গ্রাম। এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কান্ড শক্ত ও হেলে পড়ে না। এছাড়া শীষ থেকে ধানও ঝরে পড়ে না।

উক্ত জাতটি ২০১৭-১৮ বোরো মৌসুমে দেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ১০টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৭.২৩ টন/হে. এবং চেক জাত ব্রি ধান ৬০ এর গড় ফলন ৬.০৫ টন/হে. পাওয়া যায়। মাঠ মূল্যায়ন দল ১০টি স্থানের মধ্যে ৯টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে, ১টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পরপর দুই বছর ডিইউএস (DUS Test) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে Penultimate leaf, flag leaf, panicle: awn in spikelet, panicle: exertion মোট ৪টি বৈশিষ্ট্যে চেক জাত থেকে স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

প্রফেসর ড. নাসরীন আক্তার আইভী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর বলেন, প্রস্তাবিত ব্রি ধান৯১, মাঠ মূল্যায়ন দল জাতটি ৯টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে এবং চেক জাতের চেয়ে ফলন প্রায় এক টন ফলন বেশি। তাই জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

**সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের কৌলিক সারি HHZ23-DT16-DT1-DT1 বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৯১ হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর সুপারিশ করা হল।**

**(গ) BR8245-2-1-4 (প্রস্তাবিত ব্রি ধান৯২) ঃ** ড. তমাল লতা আদিত্য, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর জানান যে, প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরে IR65610-105-2-2-2 এবং BRRI dhan29 এর সাথে সংকরায়ন এবং পরবর্তীতে উক্ত F1 এর সাথে KPKM-1 এর সংকরায়ন করে বংশানুক্রম সিলেকশনের (Pedigree selection) মাধ্যমে উদ্ভাবিত। এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কান্ড শক্ত ও হেলে পড়ে না। এছাড়া শীষ থেকে ধানও ঝড়ে পড়ে না। এ জাতের জীবনকাল ১৪৫-১৫১ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২১.২৭ গ্রাম। এই জাতের জীবনকাল ব্রি ধান-২৮ এর চেয়ে ৬-৭ দিন বেশী।

উক্ত জাতটি ২০১৭-১৮বোরো মৌসুমে দেশের চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলের ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ১০টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৬.৫৪ টন/হে. এবং চেক জাত ব্রি ধান ২৮এর গড় ফলন ৫.৩১ টন/হে. পাওয়া যায়। মাঠ মূল্যায়ন দল ১০টি স্থানের মধ্যে ৯টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে, ১টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস (DUS Test) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে Penultimate leaf : pubescence of blade, Flag leaf: attitude of blade, Panicle: length, Panicle: exertion, Leaf senescence মোট ৫টি বৈশিষ্ট্যে চেক জাত থেকে স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

আলোচনার শুরুতে প্রফেসর ড. মোঃ লুৎফুল হাসান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত **BR8245-2-1-4** সারিটি (প্রস্তাবিত ব্রি ধান৯২), চেক জাত ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে কোন বৈশিষ্ট্য বিশেষ পার্থক্য নেই। এই জাতের জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে ৬-৭ দিন বেশী। ফলে জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ যৌক্তিক হবে না। এ বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

**সিদ্ধান্তঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত কৌলিক সারি BR8245-2-1-4 ও চেক জাত ব্রি ধান২৮ এর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য বিশেষ পার্থক্য না থাকায় বোরো মৌসুমে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হল না।**

**(ঘ) BR10230-15-27-7B (প্রস্তাবিত ব্রি ধান৯৩) ঃ** ড. এ এস এম মাসুদুজ্জামান, সিএসও, ব্রি, পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জানান যে, তিলককাচারি (মধ্যম মাত্রার স্টেম ইলঙ্গেশন ও মধ্যম মাত্রার জলমগ্নতা সহিষ্ণু) এবং ব্রি ধান ৪১ এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে এবং বংশানুক্রমে (Pedigree Selection) পদ্ধতিতে BR10230-15-27-7B উদ্ভাবিত হয়। এ জাতটি মাঠ পর্যায়ে অগভীর বোনা আমন মৌসুমে হাওর ও বিলের অগভীর (Shallow) বন্যা প্রবণ (১ মিটার) অঞ্চলে চাষাবাদের উপযোগী। এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ধানের দানার রং কটকতারা জাতের অনুরুপ, হালকা বাদামী, চাল মাঝারি মোটা ও লম্বা। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৬.০ গ্রাম।

উক্ত জাতটি ২০১৮-১৯ জলি আমন মৌসুমে দেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট ৩টি অঞ্চলের ৯টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৩ টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ২.৩৬ টন/হে. এবং চেক জাত ফুলকুঁড়ি এর গড় ফলন ১.০৫ টন/হে. পাওয়া যায়। মাঠ মূল্যায়ন দল ৯টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে, ৫টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পরপর দুই বছর ডিইউএস (DUS Test) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে Leaf sheath: anthocyanin color, Leaf color, Flag leaf: attitude of blade, Panicle: number of effective tillers in plant, Panicle: awn in spikelet, Grain: length (without dehulling), Decorticated, Leaf senescence, unpolished grain: color মোট ৮টি বৈশিষ্ট্যে চেক জাত থেকে স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

আলোচনার শুরুতে প্রফেসর ড. মোঃ লুৎফুল হাসান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্রি ধান৯৩ জাতটি মধ্যম মাত্রার জলমগ্ন সহিষ্ণু বলা হয়েছে। এ বিষয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর এর মতামত

জানতে চান। এ বিষয়ে ড. মো: জাকির হোসের, উপপরিচালক (সীড রেগুলেশণ), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন, প্রস্তাবিত জাতটি কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার দরিচর এলাকার মধ্যম জলমগ্নতাযুক্ত জমিতে চাষ করা হয়েছিল এবং চেক জাতের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ ফলন পাওয়া গেছে। জাতটি ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা যেতে পারে। প্রফেসর ড. মোঃ লুৎফুল হাসান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ বলেন, জাতটিকে Deepwater জলী আমন না বলে Shallow deepwater বলাই শ্রেয় এবং লোকেশন স্পেসিফিক ছাড়করণ করা যেতে পারে। এছাড়া চেক জাতের চেয়ে ফলন বেশি হওয়ায় এবং বাংলাদেশে কোন জলী আমনের উফসীজাত না থাকায় প্রথমবারের মত ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর সুপারিশ করা যেতে পারে। ড. মো: আজিজ জিলানি চৌধুরী, সদস্য-পরিচালক (শস্য) বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি শুধুমাত্র মাঠ মুল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশকৃত স্থানসমূহে চাষাবাদের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

**সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের কৌলিক সারি BR10230-15-27-7B জলী আমন মৌসুমে ব্রি ধান৯২ হিসেবে মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর ও কুমিল্লা অঞ্চলের অগভীর জলমগ্ন (Shallow deepwater) এলাকায় চাষাবাদের লক্ষ্যে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর সুপারিশ করা হলো।**

**(ঙ) BR(BE)6158RWBC2-1-2-1-1 (প্রস্তাবিত ব্রি ধান৯৪):** ড. মো: এনামুল হক, সিএসও এবং প্রধান, বায়োটেকনোলজি বিভাগ, ব্রি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ধানের জাতের বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপিন্স থেকে প্রাপ্ত কৌলিক সারি IRGC103918 এর সাথে ব্রি উদ্ভাবিত কৌলিক সারির দুই বার সংকরায়ন করে Pedigree পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ব্রি ধান৯৪ উদ্ভাবন করা হয়। এ জাতের জীবনকাল ১৫৬-১৬০ দিন। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৩.৪ গ্রাম। এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কান্ড শক্ত, পাতা হালকা সবুজ এবং ডিগ পাতা চওড়া। এছাড়া ধানের ছড়া লম্বা ও ধান পাকার সময় ছড়া ডিগ পাতা উপরে থাকে। এ ধানের চাল ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে লম্বা ও চিকন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, প্রস্তাবিত ধানের জাতটি পানি সাশ্রয়ী একটি জাত হওয়ায় তুলনামুলক কম পানিতে ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে বেশী ফলন দিতে সক্ষম।

উক্ত জাতটি ২০১৮-১৯ বোরো মৌসুমে দেশের ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও রংপুর ৪টি অঞ্চলের ৯টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৯টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৮.৪৪ টন/হে. এবং চেক জাত ব্রি ধান২৯ এর গড় ফলন ৮.১ টন/হে. পাওয়া যায়। মাঠ মূল্যায়ন দল ৯টি স্থানের মধ্যে ৭টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে, ২টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পরপর দুই বছর ডিইউএস (DUS Test) টেস্ট সম্পাদন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে Decorticated grain lenth, decorted grain shape, grain lenth (Without dehulling), culm length এবং grain weight of 1000 fully developed grain, মোট ৫টি বৈশিষ্ট্যে চেক জাত ব্রি ধান২৯ থেকে স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

আলোচনা শুরুতে প্রফেসর ড. মো: শহীদুর রশীদ ভুঁইয়া, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, Pedigree পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত প্রস্তাবিত ধানের জাতটি ছাড়করণ হলে দেশে বোরো ধান উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। ড. মো: আজিজ জিলানি চৌধুরী, সদস্য-পরিচালক (শস্য) বলেন যে, ব্রি ধান২৯ এর বিকল্প **হিসেবে** এই জাতটিকে লোকেশন স্পেসিফিক জাত হিসাবে জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

**সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের কৌলিক সারি BR(BE)6158RWBC2-1-2-1-1 বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৯৩ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে চাষাবাদের লক্ষ্যে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর সুপারিশ করা হল।**

**আলোচ্য বিষয় ৪ ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের Original Station No. NSIC Rc222 এর ১টি কৌলিক সারি IR78581-12-3-2-2, রাবি ধান-১ হিসেবে ছাড়করণ।**

**NSIC Rc222 (রাবিধান-১):** ড. মো: আমিনুল হক, প্রফেসর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রস্তাবিত ধানের জাত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনি জানান, রাবি ধান-১ এর কৌলিক সারি নং-IR78581-12-3-2-2 । উক্ত কৌলিক সারিটি এসিআই লিমিটেড কর্তৃক ২০১৪ সনে ইরি (Philippines) থেকে সংগ্রহ করা হয় । একই বছরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রোনমী এন্ড এগ্রিকালচার এক্সটেনশন বিভাগ এবং এসিআই লিমিটেড যৌথভাবে রোপা আমন মৌসুমে গবেষণা পরিচালনা করে। প্রথম বারের মত পিপিপি এর মাধ্যমে এসিআই লিমিটেড, বাংলাদেশের সাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণায় এ কৌলিক সারি মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটি ব্রি ধান ৩৯ এর চেয়ে ফলন বেশি, শীষ থেকে ধান ঝরে পড়েনা এবং ঢলে পড়া প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ায় তিনি জাতটি ছাড়করণের জন্য অনুরোধ জানান।

২০১৮-১৯ আমন মৌসুমে দেশের ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল ৪টি অঞ্চলের ৭টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতটি ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৭টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৫.৭৮ টন/হে. এবং চেক জাত ব্রি ধান ৩৯ এর গড় ফলন ৪.২৯ টন/হে. পাওয়া যায়। মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ৭টি স্থানের মধ্যে ৭টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস (DUS Test) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে panicle: exertion, culm length, grain length (without dehulling), content of amylose মোট ৪টি বৈশিষ্ট্যে চেক জাত জাত ব্রি ধান ৩৯ থেকে স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

আলোচনার শুরুতে প্রফেসর ড. মোঃ লুৎফুল হাসান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের রাবি ধান-১ জাতটি ৭টি স্থানেই ছাড়করণের পক্ষে মূল্যায়ন দল সুপারিশ করা হয় এবং চেক জাতের চেয়ে ফলন হেক্টর প্রতি এক টনেরও বেশি। ফলে জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

**সিদ্ধান্তঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের একটি লাইন (NSIC Rc222) আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য রাবি ধান-১ হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর সুপারিশ করা হল।**

**আলোচ্য বিষয় ৫ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের একটি কৌলিক সারি BINA-MV-20 আমন মৌসুমে বিনা ধান-২২ হিসেবে ছাড়করণ।**

**BINA-MV-20 (বিনা ধান-২২)** ঃ ড. মো: ইমতিয়াজ হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা, ময়মনসিংহ, প্রস্তাবিত ধানের জাত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেন। প্রস্তাবিত জাতটি বিনা ধান-৭ এর মত আগাম, দানা লম্বা চিকন, গাছ শক্ত বলে হেলে পড়েনা এবং চেক জাতের তুলনায় ফলন বেশি হওয়ায় তিনি জাতটি ছাড়করণের জন্য অনুরোধ জানান।

প্রস্তাবিত জাতটি ২০১৮-১৯ আমন মৌসুমে ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী এবং খুলনা এর ৪ টি অঞ্চলের ৮টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন দল ৮টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে। ট্রায়ালকৃত ৪টি অঞ্চলে প্রস্তাবিত জাতটির গড় ফলন ৬.২ টন/হে. এবং চেক জাতের গড় ফলন ৫.১২ টন/হে. পাওয়া যায়। জাতটির গড় জীবনকাল ১১৫ দিন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পরপর দুই বছর ডিইউএস (DUS Test) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে । প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত বিনা ধান-৭ থেকে মোট ৬টি বৈশিষ্ট্যে Penultimate leaf: pubescence of blade, Flag leaf: attitude of blade, Panicle: length, No. of effective tillers. Grain: 1000 grain wt., Decorticated grain: shape মোট ৬টি বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

আলোচনার শুরুতে প্রফেসর ড. মোঃ লুৎফুল হাসান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত বিনা ধান-২২, জাতটি মূল্যায়ন দল কর্তৃক ৮টি স্থানেই ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয় এবং চেক

জাতের চেয়ে ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় এক টন বেশি। তাই জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কমিটির সকল সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

**সিদ্ধান্তঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের কৌলিক সারি BINA-MV-20 আমন মৌসুমে বিনা ধান-২২ হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর সুপারিশ করা হল।**

**আলোচ্য বিষয় ৬ ঃ বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ২ টি গমের কৌলিক সারি (ক) BAW-1194 ও (খ) BAW-1203 যথাক্রমে বিডব্লিউএমআরআই গম-১ ও বিডব্লিউএমআরআই গম-২ হিসাবে ছাড়করণ।**

**(ক) বিডব্লিউএমআরআই গম-১ (BAW-1194):** ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা মহাপরিচালক, বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, দিনাজপুর জানান যে, প্রস্তাবিত বিডব্লিউএমআরআই গম-১ একটি আগাম ও উচ্চ ফলনশীল গমের কৌলিক সারি। বাংলাদেশে 'শতাব্দী' এবং 'প্রদীপ' জাতের সাথে সংকরায়ণের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটি তাপ সহনশীল ও আকারে মাঝারী। বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১১২ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০ টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে বড় এবং এক হাজার দানার ওজন ৫২-৬০ গ্রাম। পাতার দাগ রোগ এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহিষ্ণু ও খাট হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৪০০০-৫০০০ কেজি।

**(খ) বিডব্লিউএমআরআই গম-২ (BAW-1203):** তিনি আরও জানান যে, প্রস্তাবিত বিডব্লিউএমআরআই গম-২ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। বাংলাদেশে 'শতাব্দী' এবং 'গৌরব' জাতের সাথে সংকরায়ণের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটি আগাম ও তাপ সহনশীল। বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০০-১১০দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা গড়ে ৫০ টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী এবং এক হাজার দানার ওজন ৪৫-৫৫ গ্রাম এবং পাতার দাগ রোগ এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। ব্লাষ্ট রোগ সহনশীল। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৪০০০-৫২০০ কেজি।

প্রস্তাবিত বিডব্লিউএমআরআই গম-১ ঃ জাতটি ২০১৭-১৮ সনে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর) ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয় । মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ১০টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ৪টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়। ট্রায়ালকৃত ১০টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৩.৯ টন/হে. এবং চেক জাত প্রদীপ এর গড় ফলন ৩.১২ টন/হে. পাওয়া যায়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডি ইউ এস টেষ্ট (Test) সম্পাদন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে Coleoptile Pigment, Plant Growth habit, Leaf Spiral ঃ Flag leaf, Lower glume ঃ Shoulder shape এবং Lower glume Shoulder Width মোট ৫টি বৈশিষ্ট্যে চেক জাত থেকে স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

প্রস্তাবিত বিডব্লিউএমআরআই গম-২ (BAW-1203) ঃ জাতটি ২০১৭-১৮ সনে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর) ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন দল ১০টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ৬টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। ট্রায়ালকৃত ১০ স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৩.৭ টন/হে. এবং চেক জাত প্রদীপ এর গড় ফলন ৩.১২ টন/হে. পাওয়া যায়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পরপর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে Coleoptile Pigment, Lower

glume ঃ Beak length, Lower glume ঃ Shoulder shape এবং Lower glume ঃ Shoulder Width মোট ৪টি বৈশিষ্ট্যে চেক জাত থেকে স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

আলোচনার শুরুতে প্রফেসর ড মোঃ লুৎফুল হাসান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত গমের বিডব্লিউএমআরআই গম-১ সারিটি অধিকাংশ স্থানে ছাড়করণের পক্ষে মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয় এবং চেক জাতের চেয়ে হেক্টর প্রতি প্রায় ০.৮ টন ফলন বেশী। কিন্তু প্রস্তাবিত বিডব্লিউএমআরআই গম-২ (BAW-1203) জাতটি অধিকাংশ স্থানে ছাড়করণের বিপক্ষে মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করেন। ফলে বিডব্লিউএমআরআই গম-১ জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ডে বরাবর ছাড়করনের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে কিন্তু বিডব্লিউএমআরআই গম-২ জাতটি সুপারিশ করা যায় না। এ বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

**সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত গমের কৌলিক সারি BAW-1194 কে বিডব্লিউএমআরআই গম-১ হিসাবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর সুপারিশ করা হল।**

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৫.৫.১৯

ড. মো: কবির ইকরামুল হক
নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি
ও
চেয়ারম্যান, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি

নং-১২.৮০১.০২২.০২.০০.০০৫.২০১১-৮৮৮ তারিখ:- ৫/৫/২০১৭

বিতরণ ঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫..........সভাপতি।
০২। অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ..........সদস্য।
০৩। অধ্যাপক ড. শহীদুর রশিদ ভূঁইয়া, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ..........সদস্য।
০৪। অধ্যাপক ড. নাসরিন আক্তার আইভি, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়..........সদস্য।
০৫। সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা..........সদস্য।
০৬। মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০..........সদস্য।
০৭। পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা..........সদস্য।
০৮। পরিচালক (শস্য), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর.......... সদস্য।
০৯। পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর..........সদস্য।
১০। পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর..........সদস্য।
১১। পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ..........সদস্য।
১২। পরিচালক (কৃষি), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা..........সদস্য।
১৩। পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা..........সদস্য।
১৪। পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর..........সদস্য।
১৫। অতিরিক্ত পরিচালক (মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর..........সদস্য।
১৬। প্রধান বীজ প্রযুক্তিবিদ, বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ..........সদস্য।
১৭। কটন এগ্রোনমিষ্ট, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, শ্রীপুর, গাজীপুর..........সদস্য।
১৮। বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত ২ জন প্রতিনিধি..........সদস্য।
১৯। সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলজি..........সদস্য।
২০। সভাপতি, বাংলাদেশ কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন সমিতি..........সদস্য।
২১। জনাব ফজলুল হক সরকার (হান্নান), কৃষক প্রতিনিধি, ৫/৩ এ, মনিপুরী পাড়া, ঢাকা-১২১৫..........সদস্য।
২২।.......... ।

অবগতি ও সদয় কার্যার্থে অনুলিপি ঃ

মহাপরিচালক, বীজ উইং ও সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

০৩/০৫/২০১৭

ড. মোঃ আতাউর রহমান হাওলাদার
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
ও
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড।